দৈনিক ইত্তেফাক

তারিখ ... MAY 9 1999
পৃষ্ঠা 29 কলাম 2

# রামগড়ে প্রাথমিক শিক্ষার

# নাজুক অবস্থা

রামগড় সংবাদদাতা ॥ পার্বত্য অঞ্চল রামগড় সদর থানার প্রাথমিক শিক্ষা ব্যবস্থা অত্যন্ত নাজুক হইয়া পড়িয়াছে। থানার একটি ইউনিয়ন গণশিক্ষা প্রকল্পের অন্তর্ভুক্ত 'খাদ্যের বিনিময়ে শিক্ষা' কর্মসূচী হইতে বঞ্চিত। শিক্ষক স্বল্পতা, জরাজীর্ণ বিদ্যালয়, আসবাবপত্রের অভাবসহ বিভিন্ন সমস্যায় নিমজ্জিত হইয়া পড়িয়াছে। রামগড় থানার প্রাথমিক শিক্ষা ব্যবস্থা অনুসন্ধানে জানা যায়, এই থানায় ৪১টি সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়, বেসরকারী ১১টি, স্যাটেলাইট ৩টি এবং কমিউনিটি বিদ্যালয় ৩টি রহিয়াছে। দুর্গম অঞ্চলে অবস্থিত হাতিমুড়া এক পাকা ভবনে নির্মিত কমিউনিটি বিদ্যালয়টি এক বছর যাবৎ বন্ধ। বর্তমানে এই বিদ্যালয় ভবনটি পরিত্যক্ত অবস্থায় গবাদিপশুর আশ্রয়স্থলে পরিণত হইয়াছে। উক্ত এলাকার ছেলে-মেয়েরা পড়াশুনা গ্রহণের সুযোগ পাইতেছে না। এই বিদ্যালয়টি পুনরায় চালু করার জন্য এলাকার জনগণ দাবী জানাইলেও কোন সুফল পায় নাই। ইহাছাড়া রামগড় থানায় ৪১টি সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের জন্য সরকারীভাবে ১১৫জন শিক্ষকের পদে মাত্র ৯৪ জন শিক্ষক কর্মরত আছেন। এক্ষেত্রে শিক্ষার ২১টি পদই শূন্য। ইহাছাড়া এই এলাকায় প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলিতে পাঠদানের জন্য আরও বহু শিক্ষক প্রয়োজন।

রামগড় থানার ছোটবেন্দা, আন্দরমানিকপাড়া, তৈচাকমা, সোনামুখ কারবারী পাড়া, হাতিছড়া, রূপাইছড়ি, চানপাড়া, সোনাই আগা, লামকুম, কারবারী পাড়া প্রভৃতি স্থানের সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় সম্পূর্ণ কাঁচা বেড়ার ঘর। অধিকাংশ স্কুল ঘর ভাঙ্গিয়া পড়ার উপক্রম। ইহার মধ্যে লাতুরামপাড়া সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের অবস্থা অত্যন্ত জরাজীর্ণ। কোন কোন বিদ্যালয়ের ঘরে বেড়া নাই। ছাত্র-ছাত্রীদের বসারও কোন টুল নাই। ফলে ছাত্র-ছাত্রীদেরকে মাটিতে বসিয়া ক্লাস করিতে হয়। একটি ভাঙ্গা চেয়ার ও একটি পুরাতন ব্লাক বোর্ড ছাড়া কোন আসবাবপত্র নাই। বিদ্যালয়ে যাতায়াতের জন্য কোন রাস্তাও নাই। পাহাড়ের পাশের বন-জঙ্গলের মধ্যে চলাচল করিতে হয়।

সম্প্রতি বেলছড়ি, তৈবং ও পাগলাপাড়া ৩টি সরকারী এবং সোনাইবিল ও নূরপুর ২টি বেসরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের পাকা ভবন নির্মাণ কাজ হাতে নেওয়া হইয়াছে বলিয়া থানা প্রাথমিক শিক্ষা দপ্তর সূত্রে জানা গিয়াছে।

রামগড় থানার নিতাই বৈষ্ণব পাড়া, মানিকচন্দ্রপাড়া, পূর্ব চৌধুরী পাড়া এবং ডাগাপাড়া বেসরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলি শুধুমাত্র ছনের ছাউনি বাঁশের বেড়া এবং অত্যন্ত নড়বড়ে অবস্থায় রহিয়াছে। ইহাছাড়া অন্য ছিন্দছড়ি পাড়া স্যাটেলাইট প্রাথমিক বিদ্যালয়ের নিজস্ব কোন স্কুল ঘর নাই। একটি ছোট্ট কাঁচা ঘরে বিদ্যালয়ের কাজ চলিতেছে।

প্রসঙ্গক্রমে আরও উল্লেখ্য যে, ৯৭ সালে রামগড় ইউনিয়নের যৌথখামার সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের পাকা ভবন প্রায় ৬ লক্ষ টাকা ব্যয়ে নির্মাণ করা হয়। কিন্তু যৌথ খামার এলাকায় কোন লোকজন নাই। বিদ্যালয় ভবনটি পরিত্যক্ত অবস্থায় রহিয়াছে এবং চারিদিকে বন-জঙ্গলে আবৃত। অথচ অনেক সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ঘর নাই। বেঞ্চ নাই। শুধু ছাত্র-ছাত্রী এবং শিক্ষক রহিয়াছেন।